গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৩ শাখা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির ডিসেম্বর, ২০২১-এর সভার কার্যবিবরণী

| | |
|---|---|
| সভাপতি | মোঃ মোকাব্বির হোসেন<br>সচিব |
| সভার তারিখ | ০৭ ডিসেম্বর ২০২১ |
| সভার সময় | সকাল : ০৯.৩০টা |
| স্থান | জুম অনলাইন প্ল্যাটফর্ম |
| উপস্থিতি | পরিশিষ্ট-ক |

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা অনুযায়ী এ বিভাগের চলমান প্রকল্পসহ মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহে প্রদত্ত সেবার গুণগতমান বজায় রেখে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালনের উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন। এরপর তিনি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ সভায় উপস্থাপন করার জন্য অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)-কে অনুরোধ করেন। অতপরঃ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ সভায় উপস্থাপন করেন।

**২। বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ :**

| ক্রম | আলোচ্যসূচি | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নে |
|---|---|---|---|
| ২.১ | **নভেম্বর, ২০২১-এর সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ।** | নভেম্বর, ২০২১-এর সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়। | সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা। |
| ২.২ | **মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরঃ** | | |

| | | |
|---|---|---|
| **নির্দেশনা-১ (তারিখ-২০.০১.২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়): আন্ত:সংস্থার সমন্বয়ে মাদক পাচারকারী, ব্যবসায়ী, সেবনকারী, মজুতকারীর বিরুদ্ধে মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে, মাদকবিরোধী প্রচারণা ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং এ বিষয়ে সকল শ্রেণি/পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করে জনসচেতনতা বাড়াতে হবে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'Modernisation of DNC' প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে।** | ১) মাদকের বিরুদ্ধে চলমান অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে;<br>২) মাদকের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে টিভিসি, টিভি ফিলার ইত্যাদি প্রচারের পূর্বে, এর কনটেন্টসমূহ এতদসংশ্লিষ্ট কাজে সম্পৃক্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিসহ সভা করে ভালোভাবে এর সঠিকতা যাচাই করে নিতে হবে।<br><br>৩)মাদকের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সারাদেশে মাদকবিরোধী সভা-সমাবেশ, সেমিনার, এবং যে সকল জায়গায় জনসমাগম বেশি যেমন, রেল স্টেশন, গুরুত্বপূর্ণ মোড় ইত্যাদি স্থানে সাইনবোর্ড, এলইডি বিলবোর্ড স্থাপন ও টিভি ফিলার প্রদর্শন ইত্যাদি প্রচারণামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে; একই সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী শ্রেণিবক্তৃতা, মাদকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে শর্টফিল্ম বা ছোট ভিডিও ক্লিপস ইত্যাদি প্রচারণামুলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে<br><br>৪)মাদক গ্রহণের ফলে মানব দেহে মাদকের প্রভাব ও এর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে; বিশেষ করে, কিডনী, হার্ট, স্মৃতিশক্তি ও মানুষের জীবনীশক্তি ইত্যাদি নষ্ট করে; এসকল কুফল সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের ক্যাম্পেইন আয়োজন রাখতে হবে। | **মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।** |

| | | |
|---|---|---|
| **নির্দেশনা-২ (তারিখ-২০.০১.২০১৯, স্থান- সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়): মাদকাসক্তদের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে তেজগাঁওস্থ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রকে ট্রেনিং সুবিধাসহ পূর্ণাঙ্গ নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে রূপান্তর করা ও পর্যায়ক্রমে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত সকল জেলায় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন ও বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রসমূহকে কঠোর নজরদারির মধ্যে আনতে হবে।** | ১)কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট ডেস্ক অফিসারের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে;<br><br>২) Modernisation of DNC প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত সংশোধন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে;<br><br>৩) ৪টি বিভাগীয় শহর চট্টগ্রাম, বরিশাল, সিলেট ও রাজশাহী বিভাগে টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন প্রকল্পের ৩য় তলার ভবনের ৪র্থ ও ৫ম তলার উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের কাজ নির্ধারিত সময়-সীমার মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে;<br><br>৪) ৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে;<br><br>৫) ডোপটেস্ট প্রকল্প-এর ডিপিপি সংশোধন করে দ্রুত পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের ব্যবস্থা করতে হবে;<br><br>৬) বৃহত্তর জেলাসমূহে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন করার ডিপিপি নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে;<br><br>৭) ডোপটেস্ট বিধিমালা, ২০২১ এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল) বিধিমালা, ২০২১ প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।<br><br>৮) বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শনকালে নিরাময় কেন্দ্রের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী চিকিৎসকসহ যে জনবল থাকার কথা তা আছে কিনা, সিসি ক্যামেরাসহ ভৌত অবকাঠামো এবং একই লাইসেন্সে দুটি নিরাময় কেন্দ্র চালানো হচ্ছে কিনা ইত্যাদি বিষয় যথাযথভাবে যাচাই করতে হবে। | **মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **নির্দেশনা-৩ (তারিখ-২০.০১.২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়): মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্লে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে।** | ১)মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর-এর জন্য প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণকল্পে জমি অধিগ্রহণের সকল আনুষ্ঠানিকতা দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। | **মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।** |
| | **নির্দেশনা-৪ (তারিখ-০৭.০৫.২০১৫, স্থান: রমনা, ঢাকা): সোনাপাচার/মাদক/অস্ত্র/শিশু ও মানবপাচারের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে।** | ১)সিসাবারসহ মাদকের বিরুদ্ধে টাস্কফোর্সের অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে; | **মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/**<br><br>**মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।** |
| | **নির্দেশনা-৫ (তারিখ ০৭.০৫.২০১৫, স্থান: রমনা, ঢাকা): এনজিও পরিচালিত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মাধ্যমে যাতে মাদকদ্রব্যের বিস্তার না ঘটে সেজন্য এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথাযথ নজরদারির আওতায় আনতে হবে।** | ১) মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহ অতর্কিতে পরিদর্শন করতে হবে, লাইসেন্স প্রদানের শর্ত অনুযায়ী মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস সাপোর্টসহ চিকিৎসা প্রদানের জন্য সক্ষমতার বিষয়টি যাচাই করে পরিদর্শন প্রতিবেদনের কপি এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। | **মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।** |
| | **নির্দেশনা-৬ (তারিখ ০৭.০৫.২০১৫, স্থান: রমনা, ঢাকা): ডিসি-ডিএম সভার অনুরূপ মিয়ানমারের সাথে ইয়াবাসহ অন্যান্য দ্রব্য পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে উভয় পক্ষের তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিনিধিদের আলোচনা শুরুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।** | ১) ইয়াবাসহ অন্যান্য মাদকদ্রব্য পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকমিয়ানমারের সাথে একইভাবে ডিসিডিএম পর্যায়ে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠান অব্যাহত রাখতে হবে এবং সভা অনুষ্ঠানের সংগে সংগেই কার্যবিবরণী স্বাক্ষরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | **মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।** |
| ২.৩ | **ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরঃ** | | |
| | **নির্দেশনা-১ (তারিখ-২০.০১.২০১৯ স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়): ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।** | ১) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। | **মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান/উন্নয়ন অনুবিভাগ প্রধান ।** |
| | **নির্দেশনা-২ (তারিখ-২০.০১.২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়): গ্যাপ-এরিয়া এবং গ্রোথ সেন্টারসমূহে স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন চালু করতে হবে। প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নকালে লোকবলের সংস্থান রাখতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে লোকবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ এমনভাবে প্রদান করতে হবে যাতে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই সেটি চালু করা যায়।** | ১) গ্যাপ-এরিয়া এবং গ্রোথ সেন্টারসমূহে স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন নির্মাণের জন্য চলমান ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।<br><br>২) প্রকল্প বাস্তবায়নকালে লোকবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ এমনভাবে প্রদান করতে হবে যাতে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই উহা চালু করা যায়। | **মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান/উন্নয়ন অনুবিভাগ প্রধান ।** |

| | | |
|---|---|---|
| **নির্দেশনা-৩ (তারিখ-২০.০১.২০১৯):স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়): ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে।** | ১)ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই (Fesibity Study) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। | **মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান/উন্নয়ন অনুবিভাগ প্রধান ।** |
| **নির্দেশনা-৪ (তারিখ-২০.০১.২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়): ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বিদ্যমান পদসমূহের নাম পরিবর্তন এবং জেলা পর্যায়ের ১০ম গ্রেডের পদসমূহ ৯ম গ্রেডে উন্নীত করার বিষয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে (আংশিক বাস্তবায়িত)।** | ১)ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। | **মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।** |
| **নির্দেশনা-৫ (তারিখ-২০.০১.২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়): ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আওতায় স্পেশালাইজড ইউনিট গঠন করতে হবে; যানবাহনের গ্যাস সিলিন্ডার পরীক্ষাপূর্বক ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়টি বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।** | ১) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আওতায় স্পেশালাইজড ইউনিট গঠন কার্যক্রম সম্পর্কে আগামী মাসের সমন্বয়সভায় তা উপস্থাপন করতে হবে।<br><br>২) বিস্ফোরক পরিদপ্তর এবং বিআরটিএসহ সংশ্লিষ্ট অন্য দপ্তরের সাথে যোগাযোগপূর্বক এতদসংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।<br><br>৩) যানবাহনের গ্যাস সিলিন্ডার পরীক্ষাপূর্বক ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়ে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বিস্ফোরক অধিদপ্তর ও বিআরটিএ-তে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন সংগ্রহ করে মাসিক সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।<br><br>৪) পুরাতন গাড়ির ব্যবহৃত গ্যাস সিলিন্ডার যেন পুনরায় ব্যবহার করতে না পারে সে বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করতে হবে। | **মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।** |

| | | |
|---|---|---|
| **নির্দেশনা-৬ (তারিখ-১৩.০৩.২০১৪) স্থান: রমনা, ঢাকা-১০, ঢাকা: নানা রকম দুর্ঘটনা, ভূমিকম্প এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।** | ১) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে যে সকল ইক্যুইপম্যান্ট সরবরাহ করা হয়, একই ইক্যুইপম্যান্ট যেন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক সংগ্রহ করা না হয়, সে বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে মডার্নাইজেশন অব ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স (ফেইজ-২) প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।<br><br>২) ফায়ার সার্ভিসের জন্য যেন Need Based যন্ত্রপাতি সংগ্রহ/ক্রয় করা হয় সে বিষয়ে বিনির্দেশ প্রস্তুত ও প্রেরণ করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। | **মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।** |
| **নির্দেশনা-৭(তারিখ-০৭.০৫.২০১৫) স্থান: রমনা, ঢাকা-১০, ঢাকা: বন্যা/দুর্যোগ মোকাবেলা এবং শিক্ষার কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে দুর্যোগ প্রবণ উপজেলায় স্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্র-কাম-পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন এবং একই প্রকৃতির এলাকার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের অর্গানোগ্রামে একটি ডুবুরি দল অন্তর্ভুক্তকরণ** | ১) ডুবুরি পদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক পদ সৃজনের বিষয়ে অর্থ বিভাগের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। | **মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।** |
| **প্রতিশ্রুতি-১ (তারিখ-১৭.০৪.২০১১) স্থান: মুজিবনগর, মেহেরপুর: মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর ও গাংনী উপজেলায় অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র স্থাপন (বামুন্দী-গাংনী ও মেহেরপুর: বাস্তবায়িত)।** | ১) মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর ফায়ার স্টেশন নির্মাণের অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করে দ্রুত চালু করার ব্যবস্থা করতে হবে; | **মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।** |
| **প্রতিশ্রুতি-২ (তারিখ-০৯.০৪.২০১১, স্থান-সিরাজগঞ্জ সদর: সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী, তাড়াশ ও কামারখন্দ উপজেলায় অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে। (তাড়াশ ও কামারখন্দ-বাস্তবায়িত)।** | ১) চৌহালী উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মামলার কার্যক্রম দ্রুত নিস্পত্তি করার যথোপযুক্ত উদ্দ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। | **মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।** |
| **প্রতিশ্রুতি-৩ (তারিখ-৩১.০৩.২০১১) স্থান: ময়মনসিংহ সদর: ত্রিশাল, নান্দাইল ও গৌরিপুর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন করতে হবে (ত্রিশাল ও নান্দাইল-বাস্তবায়িত)।** | ১) গৌরিপুর উপজেলার ফায়ার স্টেশনটি উদ্বোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ দ্রুত চালু করার ব্যবস্থা করতে হবে। | **মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।** |
| **প্রতিশ্রুতি-৪:সুনামগঞ্জ জেলার সকল উপজেলায় অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে।** | ১) ধর্মপাশা, দোয়ারা বাজার ও তাহিরপুর উপজেলার ফায়ার স্টেশন নির্মাণের আনুসঙ্গিক সকল কাজ সম্পন্ন করে উদ্বোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ স্টেশনগুলো দ্রুত চালু করার ব্যবস্থা করতে হবে। | **মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **প্রতিশ্রুতি-৫ (তারিখ-০৬.০৫.২০১০) স্থান:বরগুনা সদর: বরগুনা জেলার যে সকল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নেই সেসব উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন (বেতাগী ও বামনা-বাস্তবায়িত)।** | ১) বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলার ফায়ার স্টেশন নির্মাণের আনুসঙ্গিক সকল কাজ সম্পন্ন করে উদ্বোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ স্টেশনটি চালু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | **মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।** |
| | **প্রতিশ্রুতি-৬ (তারিখ-২৭.০৪.২০১০) স্থান:চাদঁপুর সদর: চাঁদপুর জেলার যে সকল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নেই সেসব উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন (মতলব দক্ষিণ-বাস্তবায়িত)।** | ১) চাঁদপুর জেলার মতলব (উত্তর) ও ফরিদগঞ্জ উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণকাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। | **মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।** |
| | **প্রতিশ্রুতি-৭ (তারিখ-০৬.০৩.২০১০) স্থান:কুড়িগ্রাম সদর:কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারী, ফুলবাড়ী, রাজারহাট, রৌমারী ও রাজীবপুর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন করতে হবে। (রৌমারী, রাজারহাট ও ফুলবাড়ী-বাস্তবায়িত)।** | ১) ফুলবাড়ী, রাজারহাট ও রাজিবপুর ফায়ার স্টেশন নির্মাণের আনুসঙ্গিক সকল কাজ সম্পন্ন করে উদ্বোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ স্টেশনগুলো চালু করার ব্যবস্থা করতে হবে;<br><br>২) ভুরুঙ্গামারী উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণের জন্য বিকল্প জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম দ্রুত সম্পাদনের নিমিত্ত জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রামের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। | **মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।** |
| | **প্রতিশ্রুতি-৮(তারিখ-০৩.০৫.২০০৯, স্থান:টুঙ্গিপাড়া-৩: টুঙ্গীপাড়া, কোটালীপাড়া, মুকসুদপুর ও কাশিয়ানী ফায়ার স্টেশন এর পুর্ণাঙ্গ অফিস স্থাপন করতে হবে। (টুঙ্গীপাড়া, কোটালীপাড়া ও মুকসুদপুর-বাস্তবায়িত।** | ১) গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী ফায়ার স্টেশন নির্মাণের আনুসঙ্গিক সকল কাজ সম্পন্ন করে উদ্বোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ স্টেশনটি চালু করার ব্যবস্থা করতে হবে। | **মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।** |
| ২.৪ | **কারা অধিদপ্তর :** | | |

| | | |
|---|---|---|
| **নির্দেশনা-১ (তারিখ-২০.০১.২০১৯-স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়): কারাগারসমূহের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করাসহ বয়োবৃদ্ধ ও গুরুতর অসুস্থ কারাবন্দিকে কারামুক্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।**<br>ক)ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়েছে। এ বিভাগ থেকে ৩১.১০.২০২১ তারিখে ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।<br><br>খ)খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্পের সংশোধিত আরডিপিপি ১২.০৫.২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ১১.০৮.২০২১ তারিখে প্রকল্পের পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডিপিপি সংশোধন করে পুনরায় ২৪.১১.২০২১ তারিখে এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।<br><br>গ) কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুন:নির্মাণ প্রকল্পের বর্তমান অগ্রগতি ১০%। প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০২১-এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত আছে। তবে বাস্তবায়ন মেয়াদকাল ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেখে আরও ১ বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।<br><br>ঘ) কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রাজশাহী প্রকল্প-(জুলাই, ২০১৫-জুন, ২০২১)-এর মেয়াদ জুন, ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তরে ডিপিপি সংশোধনের কাজ চলছে।<br><br>ঙ) জামালপুর জেলা কারাগার পুন:নির্মাণ প্রকল্পের নির্মাণকাজ চলমান। সার্বিক অগ্রগতি ১.৫০%।<br><br>চ) নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯.৩৩%। | ১) কারা বন্দিদের মধ্যে যারা দীর্ঘদিন জটিল রোগে আক্রান্ত, বয়োবৃদ্ধ তাদেরকে চিহ্নিত করে একটি তালিকা প্রেরণ করতে হবে।<br><br>২) ময়মনসিংহ ও খুলনা কেন্দ্রীয় কারাগার-এর নির্মাণকাজের অবশিষ্ট কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে;<br><br>৩) কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী-এর অবশিষ্ট কাজ প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে;<br><br>৪) জামালপুর, কুমিল্লা, নরসিংদী জেলা কারাগার পুনর্নির্মাণ প্রকল্প-এর বাস্তবায়ন কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। প্রকল্পসমূহের অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | **কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।** |
| **নির্দেশনা-২ (তারিখ: ২০.০১.২০১৯,স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়): কারা অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।** | ১) কারা অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি সংক্রান্ত ডিপিপি প্রণয়ন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবেন। | **কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।** |
| **নির্দেশনা-৩ (তারিখ: ২০.০১.২০১৯-স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়): কারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে।** | ১) পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম চূড়ান্ত করে এ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। | **কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।** |

| | | |
|---|---|---|
| **নির্দেশনা-৪ (তারিখ: ২০.০১.২০১৯,স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়): কারা হাসপাতালসমূহে ডাক্তার নার্স ও প্যারামেডিক নিয়োগের জন্য পৃথক মেডিকেল ইউনিট গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ এবং প্রকল্প সৃজন ও নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।** | ১)কারা হাসপাতালসমূহে সার্বক্ষণিকভাবে শূন্যপদ পূরণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোকবল নিয়োগের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাথে একটি সমজোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। | **কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।** |
| **নির্দেশনা-৫(তারিখ: ০৭.০৫.২০১৫) স্থান: রমনা, ঢাকা:বিভিন্ন মামলায় মৃত্যুদণ্ড প্রদত্ত আদেশগুলো দ্রুত কার্যকর করতে উদ্যোগ নিতে হবে। প্রয়োজনে আলাদা সেল গঠন এবং আইন মন্ত্রণালয়ের সহায়তা গ্রহণ করতে হবে। (২,১৮৫টি মামলায় মৃত্যুদন্ডাদেশপ্রাপ্ত বন্দির সংখ্যা ১,৯৯১ জন (০১.১১.২০২১)।** | ১) উচ্চ আদালতে চলমান ডেথ রেফারেন্স এবং আপিল মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে আইন ও বিচার বিভাগের সাথে এ বিভাগ হতে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। | **কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান/কমিটি** |
| **নির্দেশনা-৬(তারিখ:২৩.১২.২০১৪,স্থান:গাজীপুর সদর): কেরাণীগঞ্জে কেন্দ্রীয় কারাগার স্থানান্তরের পর কারাগারের বিদ্যমান জায়গায় শীঘ্রই নতুন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে। বর্তমানে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার জুন, ২০১৫ এর মধ্যে কেরাণীগঞ্জে স্থানান্তর এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাভ্যন্তরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতা কারা স্মৃতি জাদুঘর জনগণের জন্য উন্মুক্তকরণ এবং জনসাধারণের জন্য মনোরম পার্ক নির্মাণ এবং বহুতল পার্কিং সিনেপ্লেক্স, ফুডকোর্ট, সুইমিংপুল, ফিটনেস সেন্টার, কনভেনশন সেন্টার সুবিধাসহ কারাকল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ। (আংশিক বাস্তবায়িত।)**<br>*পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার-এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প। মেয়াদ-ডিসেম্বর, ২০২২। বাস্তবায়ন অগ্রগতি-৩.৪৫%। | ১) পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার-এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নে অবশিষ্ট কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পাদন করতে হবে; | **কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান/প্রকল্প পরিচালক।** |
| **নির্দেশনা-৭ (তারিখ-০৭.০৫.২০১৫-স্থান: রমনা, ঢাকা: কারাবন্দিদের মধ্যে জঙ্গি সম্পৃক্ততা নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কারারক্ষীদের টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।** | ১) কারারক্ষীদের টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। | **কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।** |
| **নির্দেশনা-৮ (তারিখ-০৭.০৫.২০১৫ স্থান: রমনা, ঢাকা: ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জায়গা হতে কম্বল কারখানা সরানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কারাখানার জায়গা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রাখতে হবে। *কম্বল ফ্যাক্টরি অপসারণের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। (বাস্তবায়িত)। তবে, এদ্বিষয়ে একটি মামলা চলমান।** | ১) মামলার কার্যক্রম যথাযথভাবে মনিটরিংসহ তদবিরের অভাবে মামলার যেন কোন ক্ষতি না হয় সে জন্য মনিটরিং/নজরদারি অব্যাহত রাখতে হবে। | **কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **প্রতিশ্রুতি-১ (তারিখ-০৭.০৫.২০১৫-স্থান-রমনা, ঢাকা: বন্দিদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে মজুরি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।** | ১)বন্দিদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে লভ্যাংশ প্রদানের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। | **কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।** |
| | **প্রতিশ্রুতি-২ (তারিখ-১০.০৪.২০১৬-স্থান: কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা:সার্বিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে কারাগারের কর্মকর্তার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।** | ১) কারা অধিদপ্তরের সমস্ত নিয়োগবিধি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) একীভূত করে নিয়োগ বিধিমালা চূড়ান্তপূর্বক এ বিভাগে দ্রুত প্রেরণ করতে হবে; | **কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।** |
| | **প্রতিশ্রুতি-৩ (তারিখ-১০.০৪.২০১৬ স্থান: কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা:কেরাণীগঞ্জে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সর্বসাধারণের জন্য ২০০-২৫০ শয্যার হাসপাতাল স্থাপন করতে হবে।** | ১)২০০-২৫০ শয্যার হাসপাতাল নির্মাণের লক্ষ্যে যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। | **কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।** |
| | **প্রতিশ্রুতি-৪ (তারিখ: ১০.০৪.২০১৬-স্থান: কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা: কারাগারকে বন্দিশালা নয় সংশোধনাগারে পরিবর্তন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।** | ১) কারাগারকে বন্দিশালা নয় সংশোধনাগারে রুপান্তর কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে: | **কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।** |
| | **প্রতিশ্রুতি-৫ (তারিখ-১০.০৪.২০১৬-স্থান: কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা: বন্দিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা হবে।** | ১) কারাগারে আটক বন্দিদেরকে কম্পিউটারসহ বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। | **কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।** |
| | **প্রতিশ্রুতি-৬ (তারিখ: ১০.০৪.২০১৬) স্থান: কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা: কারাগারে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা অত্যাধুনিকীকরণ করা হবে (আংশিক বাস্তবায়িত)।কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন প্রকল্প। মেয়াদ-জুন,২০২২।** অবশিষ্ট অংশের বাস্তবায়ন অগ্রগতি-৬০%। | ১) কারা নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা আধুনিকীকরণের জন্য ৫টি (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট) বিভাগে গৃহীত প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। | **কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।** |
| | **প্রতিশ্রুতি-৭: কারা কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দূরীকরণে মর্যাদার সামঞ্জস্য খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।** | ১) কারা অধিদপ্তরের সমস্ত নিয়োগবিধি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী)একীভূত করে নিয়োগ বিধিমালা চূড়ান্তপূর্বক এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে; | **কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।** |
| | **প্রতিশ্রুতি-৮ (তারিখ-১০.০৪.২০১৬-স্থান: কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা: যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে কারা বন্দিদেরকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর পরিবারের সাথে ফোনে কথা বলার সুযোগ সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হবে।** | ১) কারাবন্দিদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে টেলিফোনে কথা বলার জন্য ভিডিও কনফারেন্স-এর সুবিধাসহ স্বজন লিংক স্থাপনের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে;<br><br>২) প্রাথমিকভাবে নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারে স্বজন লিংক স্থাপন করা হবে, বন্দির সংখ্যার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ফোন বুথের সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে। | **কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।** |
| ২.৫ | **ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর :** | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **নির্দেশনা-১ (তারিখ: ২০.০১.২০১৯-স্থান: সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়): ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় নির্মাণ করা হবে। ই-পাসপোর্ট ও ই-গেইট কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। ই-ভিসা এবং ই-ট্রাভেল পারমিট (ই-টিপি) চালু করা হবে।** | ১) ই-ভিসা এবং ই-ট্রাভেল পারমিট (ই-টিপি) সংক্রান্ত প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন এখনো সম্পন্ন হয়নি। এ কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে;<br><br>২) বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসীদের জন্য ই-পাসপোর্ট চালুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে;<br><br>৩)ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের ভবন নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণসহ এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পাদনের জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা এর সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগযোগ অব্যাহত রাখতে হবে । | **মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/নিরাপত্তা ও বহিরাগমন অনুবিভাগ প্রধান।** |
| | **নির্দেশনা-২ (তারিখ-২০.০১.২০১৯-স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়): ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে।** | ১) প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে জেলা প্রশাসক, ঢাকা-এর সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। | **মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/নিরাপত্তা ও বহিরাগমন অনুবিভাগ প্রধান।** |

৩। সভাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা অনুযায়ী এ বিভাগের চলমান প্রকল্পসহ মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহে প্রদত্ত সেবার গুণগতমান বজায় রেখে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালনের উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন। তিনি অধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের সৃজনশীল কর্ম, মেধা, মননশীলতা ও উদ্ভাবনী প্রয়াসকে কাজে লাগিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নে যে বিষয়গুলো আলোচনা হয়েছে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে সর্বাত্বক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন বলে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ মোকাব্বির হোসেন
সচিব

স্মারক নম্বর: ৫৮.০০.০০০০..০১৪.১৬.০০১.১৭.৩৩৯

তারিখ: ৭ পৌষ ১৪২৮
২২ ডিসেম্বর ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সকল কর্মকর্তা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

২) অধিদপ্তর প্রধান (সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ

মোঃ আবদুল কাদির
উপসচিব